বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা। বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥ ইত্যনেন, মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতীতি কৈমুত্যবাক্যেন চ সাধ্যভক্তেঃ সংস্কারহারিত্বং, ততো বিষয়া এব বাধ্যমানা ভবন্তীতি। অথ যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চিরিতি পদ্যং নামাভাসাদেঃ সর্ব্বপাপক্ষয়কারিত্বপ্রসিদ্ধেস্তৎপরম্। অথ ন সাধয়তি মাং যোগ ইত্যেতৎ সার্দ্ধপদ্যং যোগাদীনাং সাধনরূপানাং প্রতিযোগিত্বেন নির্দ্দিষ্টত্বাৎ শ্রদ্ধাসহায়ত্বেন বিধানাচ্চ তৎপরম্। সাধনরূপায়া মুখ্যত্বেন প্রাপ্তত্বাৎ তত্রৈবোদাহৃতম্। কিম্বা, অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগমিতি ন্যায়েন, নাবশঃ সন্ প্রেমাণং দদাতি ইতি তস্যা এব সাক্ষাত্তদ্গুণকত্বং জ্ঞেয়ম্। অথ ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেত ইতি পদ্যঞ্চ ধর্ম্মাদিসাধনপ্রতিযোগিত্বেন নির্দ্দেশাৎ সাধনভক্তেরেব অন্যত্রাপি তৎফলতয়োদাহৃতত্বাচ্চ তৎপরম্। যৎ কথং বিনেত্যাদিকং তচ্চ সাধনভক্তিফলস্য শোধকত্বাতিশয়প্রতিপাদনেন তৎপরিমিতি। তস্মাৎ সাধ্বেব বাধ্যমানোঽপীত্যাদিপদ্যাদি তত্তৎপ্রসঙ্গে দর্শিতানি ॥ ১১।১৪ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ১৪৭ ॥

শ্রীভক্তিদেবী যে মানস-সঙ্কল্পেরও অগোচর ফলদান করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে শ্রীধ্রুবচরিত্রই প্রমাণ। যেহেতুক তাঁহাকে পরমভক্তিসম্বলিত ভগবানের ধ্রুবাখ্যনিজলোক দান করিয়াছিলেন। ভক্তিতে শ্রীভগবান্ও যে বশীভূত হয়েন, তাহা "ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব"—ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা দেখান হইয়াছে এবং শ্লোকব্যাখ্যাও করা হইয়াছে। সেই শ্লোকের পর "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং" অর্থাৎ হে উদ্ধব! শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা সাধুগণের প্রিয় আমাকে গ্রহণ করিতে পারা যায়। এস্থানে এইরূপ বিচার রাখা কর্ত্তব্য। যদ্যপি "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" এবং "ন সাধয়তি মাং যোগ"—ইত্যাদি বাক্য ১১শ স্কন্ধে ১৪শ অধ্যায়ের প্রকরণে সাধ্য ও সাধন-ভক্তির অবিচারিতভাবেই মহিমা নিরূপণ করা হইয়াছে। এইজন্য পূর্ব্ববর্ণিত ভক্তির সাধন-ভক্তিপর মহিমা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; তথাপি সাধন-ভক্তির ফলরূপ ভাবভক্তির মহিমা বর্ণন করিয়াও সাধন-ভক্তিরই মহিমাতেই উক্ত ১৪শ অধ্যায়ের প্রকরণের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যে সাধন-ভক্তিতে শ্রীভগবান্কে বশীভূত করিয়া দিবার সামর্থ্যবান্ ফললাভ করিতে পারা যায়—এই ভঙ্গীতে সাধন-ভক্তিরই মহিমা বর্ণন করা হইয়াছে। এই স্থানের অভিপ্রায় এই যে, "ন সাধয়তি মাং যোগ"—ইত্যাদি শ্লোকে অষ্টাঙ্গযোগ, আত্ম-অনাত্মবিচার চারিটি বর্ণধর্ম্ম, এবং উপলক্ষণে চারিটি আশ্রমধর্ম্ম আমাকে সাধিতে অর্থাৎ বশীভূত করিতে পারে না; বলবতী ভক্তিই যেমন আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে। এইরূপ অর্থে ভক্তি যে শ্রীভগবান্কে বশীভূত করিতে সমর্থা, তাহাই দেখান হইয়াছে। শ্লোকে বর্ণিত অষ্টাঙ্গযোগ